USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

World Vision

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পানি ও স্যানিটেশন পরিস্থিতি

সমস্যা ও সম্ভাবনা

ভূমিকা

বিশুদ্ধ পানি ও নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধার অনুপস্থিতি বাংলাদেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম এবং একই সাথে এই দেশের শিশুদের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ২০১৭ এর সমীক্ষা[১] অনুসারে বর্তমানে শতকরা ৩১ ভাগ ৫ বছরের কম বয়সী শিশু দীর্ঘমেয়াদি অপুষ্টিতে এবং শতকরা ৯ ভাগ অতিমাত্রায় অপুষ্টিতে ভোগে। মূলত বিশুদ্ধ পানি এবং নিরাপদ স্যানিটেশনের সুযোগ-সুবিধার অভাবই এজন্য অংশতঃ দায়ী। সমীক্ষায় দেখা গেছে, যথাযথ পানি বিশুদ্ধকরণ ও উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে খর্বকায়তা যথাযথভাবে হ্রাস করা সম্ভব। উপরন্তু, বাংলাদেশে ৭ কোটিরও বেশি লোক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং এদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের বসবাস উপকূলীয় এলাকায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এ সকল এলাকায় পানি প্রাপ্তির উৎসসমূহ একেবারেই সহজসাধ্য নয় এবং শুধুমাত্র একবার পানি

ওয়ার্ল্ড ভিশনের 'সিটিজেন ভয়েস এবং এ্যাকশন এ্যাপ্রোচ'

এখানে যে সব সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলো প্রধানত খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার অধিবাসীদের মতামত ও সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে ওয়ার্ল্ড ভিশন এই দুই জেলায় সিটিজেন ভয়েস এবং এ্যাকশন এ্যাপ্রোচ-পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌলিক সেবাসমূহ মনিটর করার জন্য এলাকাবাসীকে সক্ষম করে তুলেছে। এই সংক্ষিপ্তসারে ব্যবহৃত, ওয়াশ কর্মসূচির কমিউনিটি-পরিচালিত ওয়াশ মনিটরিং-এর প্রায় সমস্ত তথ্য-উপাত্ত, উল্লেখিত দুই জেলার ৪০টি ইউনিয়ন পরিষদ সংগ্রহ করেছে।

১ বাংলাদেশ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা ২০১৭-১৮, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) এবং আইসিএফ

WFP World Food Programme wfp.org

WINROCK INTERNATIONAL

সংগ্রহের জন্য যাওয়া-আসা মিলে একজন ব্যক্তির গড়ে তিরিশ মিনিটেরও বেশী সময় ব্যয় হয়। এতে করে নারী এবং কিশোরী, যারা পানি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিতের দায়িত্বে থাকেন, তাদের ঝুঁকির মাত্রা বাড়ে। নারীরাই উক্ত অঞ্চলসমূহে পানি সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তা পরিশোধনের মূল কাজটি সরাসরি করে থাকেন। শুধু তাই নয়, গৃহস্থালী পর্যায়ে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশন সেবাও তারাই নিশ্চিত করে থাকেন। এজন্য নবযাত্রা প্রকল্প দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার ৪টি উপজেলার ৪০টি ইউনিয়নে পানি ও স্যানিটেশন পরিস্থিতি উন্নয়নে নারী নের্তৃত্ব গড়ে তোলাকে একটি কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে দেখছে। সে কারণে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়িত ইউএসএআইডি-র নবযাত্রা প্রকল্প, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার ইউনিয়নগুলোতে পানি এবং স্যানিটেশন উন্নয়নের জন্য ওয়াশ গভর্ন্যান্সে নারীদের নের্তৃত্বকে অগ্রাধিকার দেয়।

২০১৫ সাল থেকে নবযাত্রা প্রকল্পটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে শিশুদের টিকে থাকার সামর্থ্য বৃদ্ধির দিকে নজর দিয়েছে। এজন্য তারা পানি ও স্যানিটেশন খাতে নতুনভাবে বিনিয়োগসহ নানাবিধ বহুমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), জনগণ এবং সিভিল সোসাইটির সহযোগিতায় সরকারী সেবায় উন্নত সুবিধাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নবযাত্রা প্রকল্প ওয়ার্ল্ড ভিশনের সিটিজেন ভয়েস এন্ড অ্যাকশন (সিভিএ) নামক সামাজিক দায়বদ্ধতার পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ৬ অর্জন নিশ্চিত করতে হলে, এ মূহুর্ত থেকেই সরকার, আন্তর্জাতিক এনজিও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বেসরকারী সংস্থাগুলোকে একসাথে কাজ শুরু করতে হবে।

প্রধান সুপারিশসমূহ

- পুকুরের ইজারা অবিলম্বে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কমিউনিটির জনগণকেই নিজ নিজ আগ্রহে এগিয়ে আসতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলের জনমানুষ পানি পানের জন্য ঐতিহাসিকভাবে স্থানীয় পুকুরগুলোর উপর নির্ভরশীল। যেহেতু অন্যান্য নির্ভরযোগ্য পানির উৎস নেই, ফলে এই পুকুরগুলো সংস্কার করা প্রয়োজন।
- এটি উদ্বেগজনক যে, ৪ উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় নিরাপদ খাবার পানি প্রাপ্তির সুযোগ কম। এই অবস্থা দূর করতে হলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপজেলা অফিস এবং ইউনিয়ন পরিষদকে খাবার পানি প্রাপ্তি সহজ করার জন্য আরো অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে।
- যেহেতু চার উপজেলাতেই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহারের সার্বিক চিত্র আশাব্যঞ্জক নয় সেহেতু ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে উন্মুক্ত বাজেট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যথেষ্ঠ বাজেট বরাদ্দের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে যেনো স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধা এবং স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস বৃদ্ধি পায় ও একইসাথে ওয়ার্ড এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়মিতভাবে ওয়াটসান কমিটির বৈঠক আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও ওয়াটসান কমিটিগুলো টেকসই রাখতে, তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করার জন্য ও তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে কমিটিগুলোর কাজ কিভাবে অব্যাহত রাখা যায়, সেক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি কার্যকরি পদ্ধতি বের করতে হবে।
- লবণাক্ত জলে অপরিকল্পিত ও বাণিজ্যিকভাবে চিংড়ি চাষ পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং বিশেষত নিরাপদ পানির উৎসকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং, চিংড়ি চাষের জলকেন্দ্রিক অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ ও বাণিজ্যিকীকরণ রোধে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষণের প্রয়োজন। বিশেষ করে এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে চিংড়ী চাষ ব্যবসা অতিসত্ত্বর বন্ধ করা উচিত।
- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং উপকূলীয় জনগণের মধ্যে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা স্থাপনের মাধ্যমে সেবাগুলো নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনগুলোর আরও সম্মিলিত পদক্ষেপের প্রয়োজন।
- পানি ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে পুকুর খননের বাস্তবসম্মত উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলে ইউনিয়ন পর্যায়ে পানি প্রাপ্তির পথ সুগম হবে। বিদ্যমান অসুবিধাগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যকার সমন্বয় বৈঠকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। নারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের ক্ষমতায়িত করা, যেন নারীরা এই কমিটিগুলোকে নেতৃত্ব দিতে পারে; কারন পানি সংগ্রহ করা, ধরে রাখা এবং তা পরিশোধনের কাজটি তারাই করে থাকেন।

- পানির উৎসগুলোর কেয়ারটেকারদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাবৃদ্ধি, খাবার পানির মান নিশ্চিতকরণে নিয়ামক হিসাবে কাজ করবে। পানি ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর, বিশেষ করে কেয়ারটেকারদের দক্ষতা ও সামর্থ্যের উপর নিয়মিত পানি প্রাপ্তি, মেরামতকরণ, তহবিল সংগ্রহ (খাজনা এবং ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে) নির্ভর করে। বিশেষ করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ নিরাপদ পানি এবং পানির মান পরীক্ষার জন্য পানি ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর কেয়ারটেকারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।
- ওয়াশ সেবাসমূহের জন্য বেসরকারি খাতের (প্রাইভেট সেক্টর এনগেজমেন্ট) অংশগ্রহণ বা সংশ্লিষ্টতা খুব দরকার।

পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া

সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে চার উপজেলায় চারটি আনুষ্ঠানিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এই সব আনুষ্ঠানিক বৈঠকের আগে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করার জন্য কয়েকটি অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০১৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়ে প্রকল্প এলাকার ৪০টি ইউনিয়নে ৪০টি মনিটরিং স্ট্যান্ডার্ড অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন ওয়াটসান কমিটির সদস্যরা (ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ) এসব অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছেন। এসব অধিবেশনে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এলাকাবাসীকে সম্পৃক্তকরণ ছাড়াও তারা ইউনিয়ন পরিষদ বাজেটের মাধ্যমে সরকারের কাছ থেকে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে পারে এবং সেই সাথে তারা স্থানীয়ভাবে অনুদান হিসাবে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। ৪৭৮ জন অংশগ্রহণকারী মনিটরিং স্ট্যান্ডার্ড সেশনে অংশ নিয়েছিলেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২৮% নারী মনিটরিং সেশনে এবং ৪৭% নারী স্কোরকার্ড সেশনে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণসমূহ

- দাকোপ এবং কয়রা ইউনিয়নে নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়; কালিগঞ্জের ৯২% ইউনিয়নে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং শ্যামনগরের ৬৭% ইউনিয়ন এই মান পূরণ করতে পেরেছে।
- মনিটরিং তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা গেছে যে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয় খুব শক্তিশালী যেটি দাকোপে (১০০%) এবং কয়রা উপজেলায় (৮৬%)।

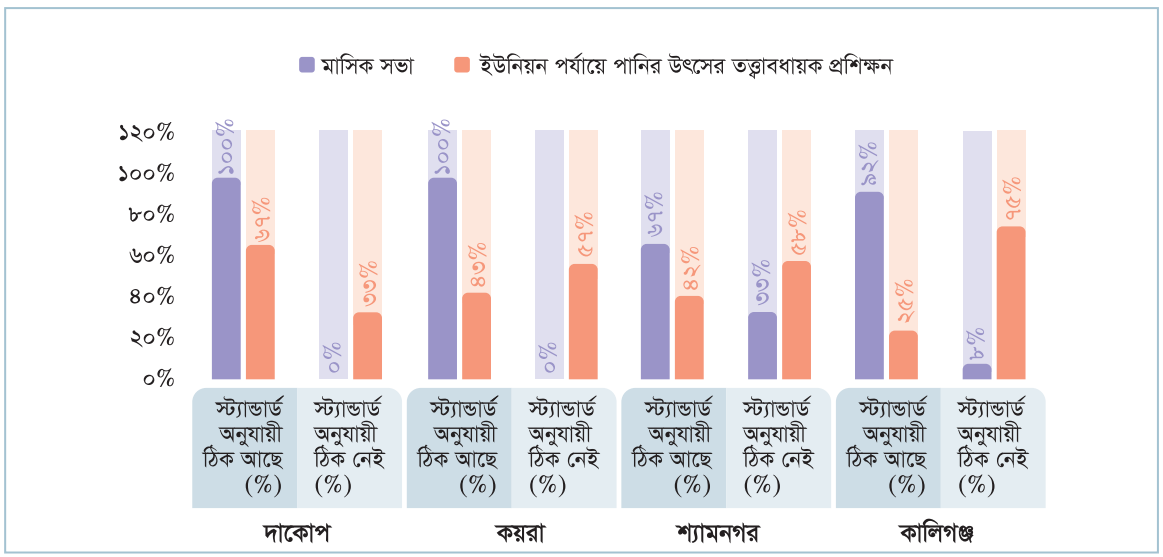

- তথ্য-উপাত্তে দেখা যায় যে, দাকোপ উপজেলার ৭৮ শতাংশ ইউনিয়নে এবং কয়রা উপজেলার ৮৬ শতাংশ ইউনিয়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং শ্যামনগর উপজেলার ৬৭ শতাংশ ইউনিয়নে এই সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা প্রকৃত উপকারভোগীর কাছে পৌছানোর পদক্ষেপ গ্রহনের ক্ষেত্রে দাকোপ উপজেলার ৮৯ শতাংশ ইউনিয়ন, কয়রা উপজেলার ৭১ শতাংশ ইউনিয়ন, শ্যামনগর উপজেলার ৬৭ শতাংশ ইউনিয়ন এবং কালীগঞ্জ উপজেলার ৭৫ শতাংশ ইউনিয়ন এমন সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরি করেছে যাদের সহযোগিতা দরকার রয়েছে।
- একইভাবে, দাকোপের শতকরা ১০০ ভাগ ইউনিয়ন, কয়রার শতকরা ৭১ ভাগ ইউনিয়ন এবং কালীগঞ্জের শতকরা ৭৫ ভাগ ইউনিয়ন সেই সব সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরি করেছে যারা সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা থেকে সহযোগিতা পেয়েছে।
- দাকোপ উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের মধ্যে ৮টি পানি ও স্যানিটেশন পরিস্থিতি উন্নয়নের বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করেছে। ৬টি ইউনিয়নে পানি ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোর বার্ষিক পরিকল্পনা আছে। কালীগঞ্জ উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের মধ্যে ৭টিতে বার্ষিক পরিকল্পনা আছে।

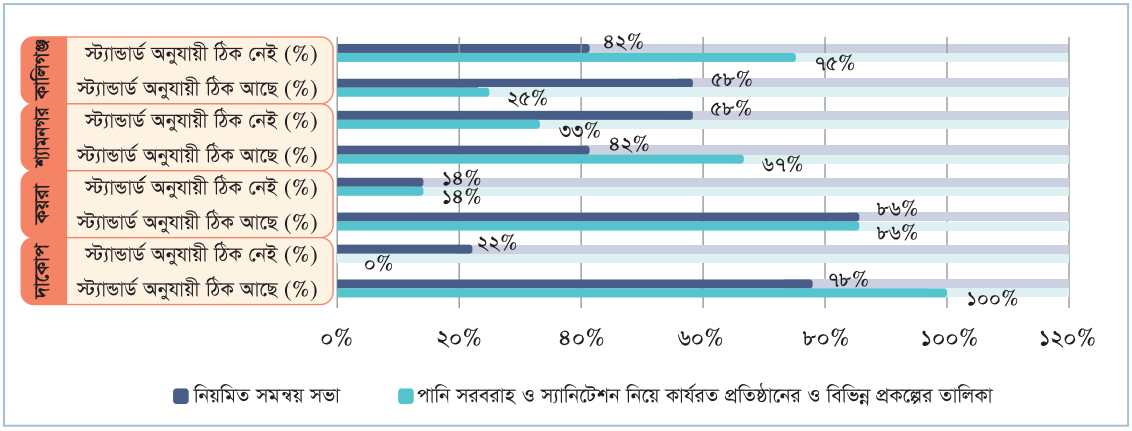

চ্যালেঞ্জসমূহ

- দাকোপ উপজেলার ৬৭% ইউনিয়ন পানির উৎসের কেয়ারটেকারদের তালিকা তৈরি করেছে এবং উপজেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস তাদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য সহযোগিতা করেছে। কালীগঞ্জ উপজেলার ৭৫%, শ্যামনগর উপজেলার ৫৮% এবং কয়রা উপজেলার ৫৭% ইউনিয়ন এই মনিটরিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কাজ করতে সক্ষম হয়নি।
- কালিগঞ্জে শুধুমাত্র ২৫% ইউনিয়নে পানি ও স্যানিটেশন নিয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পের তালিকা আছে।
- এটি উদ্বেগজনক যে, শ্যামনগর উপজেলার শতকরা ৫৮ ভাগ ইউনিয়ন ও কালিগঞ্জের ৪২ ভাগ ইউনিয়ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয় বৈঠক আয়োজন করতে পারেনি।

আলেয়া বেগমের বসবাস দাকোপ উপজেলার সুতারখালী ইউনিয়নে। বয়স ২৫ বছর হবে। বাড়ির লোক সংখ্যা ৬ জন। এই ৬ জন লোকের খাবার পানি আনার জন্য প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে আলেয়া বেগমকে ৫ কিলোমিটার দূরের পানির প্ল্যান্টে যেতে হয়। কখনো কখনো এই পানি আনতে তার দুপুর কিংবা বেলা আরো গড়িয়ে যায়। পানির এ উৎসটি সুতারখালী ইউনিয়ন পরিষদের কাছে। এখানে পুকুরের পানি শোধন করে খাওয়ার উপযোগী করা হয়। সেখানে যাওয়ার পথ সহজ নয়। এই কষ্টকর পথ পাড়ি দিয়ে পানি না আনলে রান্না ও খাওয়ার জন্য পানি মেলেনা।[২]

২ পটেবল ওয়াটার ক্রাইসিস ইন সাউথ-ওয়েস্ট বাংলাদেশ। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: https://www.thedailystar.net/opinion/environment/potable-water-crisis-southwest-bangladesh-1512511 উন্নতিসাধনের জন্য পুনঃবিবেচনার ক্ষেত্রসমূহ

- সুবিধাভোগীগণ, যারা বিভিন্ন সময়ে সরকার ও এনজিও থেকে সহযোগিতা পেয়েছে, তাদের তথ্যসম্বলিত তালিকা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শ্যামনগর উপজেলার ৫৮% ইউনিয়ন মনিটরিং মান ধরে রাখতে পারেনি।
- বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে কয়রা জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্য মারাত্মকভাবে হতাশাজনক। কয়রা উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র ৩টি ইউনিয়নে বার্ষিক পরিকল্পনা পাওয়া গেছে। শ্যামনগর উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র ৫টিতে এই মান বজায় আছে অর্থাৎ এ উপজেলার প্রায় ৪২% ইউনিয়নেই এ বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে কর্মসূচি রয়েছে। মনিটরিং মানের ক্ষেত্রে কয়রা এবং শ্যামনগর উপজেলায় আরো বেশি মনোযোগ দিতে হবে যেনো বিদ্যমান এ পরিস্থিতির উন্নতি করা যায়।

উন্নতিসাধনের জন্য পুনঃবিবেচনার ক্ষেত্রসমূহ

তথ্য অনুযায়ী, স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহারের সুযোগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দাকোপ উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র ৩টি, কয়রা উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের মধ্যে ২টি, শ্যামনগর উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র ২টিতে এবং কালীগঞ্জের ১২টি ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র ৩টিতে এই মান বজায় থেকেছে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী, ৩টি উপজেলার অধিকাংশ ইউনিয়নেই শতভাগ স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহারের সুযোগ বর্তমানে নেই। নিরাপদ খাওয়ার পানি প্রাপ্যতার মান হিসাবে ধরা হয়েছিল, প্রতি ৫০ জনের জন্য ১টি করে অ-গভীর নলকূপ এবং প্রতি ৮০ থেকে ১০০ জনের জন্য ১টি করে গভীর নলকূপের উপস্থিতি। দাকোপ উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র ২টি ইউনিয়ন এই মনিটরিং মান বজায় রাখতে পেরেছে। অন্যদিকে, কয়রা, শ্যামনগর ও কালীগঞ্জ উপজেলার সকল ইউনিয়ন এ মান বজায় রাখতে পারেনি যা আশঙ্কাজনক, কেননা মনিটরিং মানের তথ্য-উপাত্তে দেখা যাচ্ছে যে, এই ৪ উপজেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিরাপদ খাবার পানির সুবিধা নেই। মনিটরিং স্ট্যান্ডার্ডে প্রত্যেক গ্রামে একটি করে খাবার পানির পুকুর থাকার কথা কিন্তু দেখা গেছে যে, দাকোপ উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের মধ্যে ৪টিতে, কয়রার ৭টি ইউনিয়নের ৩ টিতে, শ্যামনগর উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের ২টিতে মাত্র এই মানদন্ডে উল্লেখিত সংখ্যক পুকুর রয়েছে। কালীগঞ্জ উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের কোনটিতেই এ মানদন্ড ধরে রাখা যায় নি। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকার এই চার উপজেলার গ্রামগুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় পুকুরের সংখ্যা কম।

সেবাসমূহ	দাকোপ	কয়রা	শ্যামনগর	কালীগঞ্জ
স্যানিটারী ল্যাট্রিনের সুবিধা আছে	৯টির মধ্যে ৩টি ইউনিয়ন	৭টির মধ্যে ২টি ইউনিয়ন	১২টির মধ্যে ২টি ইউনিয়ন	১২টির মধ্যে ৩টি ইউনিয়ন
বিশুদ্ধ পানি পাওয়ার সুবিধা আছে	৯টির মধ্যে ২টি ইউনিয়ন	০	০	০
প্রতি গ্রামে খাবার পানির পুকুর আছে	৯টির মধ্যে ৪টি ইউনিয়ন	৭টির মধ্যে ৩টি ইউনিয়ন	১২টির মধ্যে ২টি ইউনিয়ন	০

স্কোরকার্ড ফলাফল

নবযাত্রা প্রকল্প ৪টি উপজেলায় ৪,৪০২ জন জনসাধারণের উপস্থিতিতে ৩৬০টি স্কোরকার্ড সেশন পরিচালনা করা হয়। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে শুরু করে ২০১৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়ে নবযাত্রা কর্মসূচি স্কোরকার্ড পদ্ধতি প্রয়োগ করে। সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে কর্মক্ষমতা পরিমাপক সূচক নির্ধারণ করা হয়। খুশী এবং অখুশী আবেগের চিহ্ন ব্যবহার করে এই সূচক পরিমাপ করা হয়।

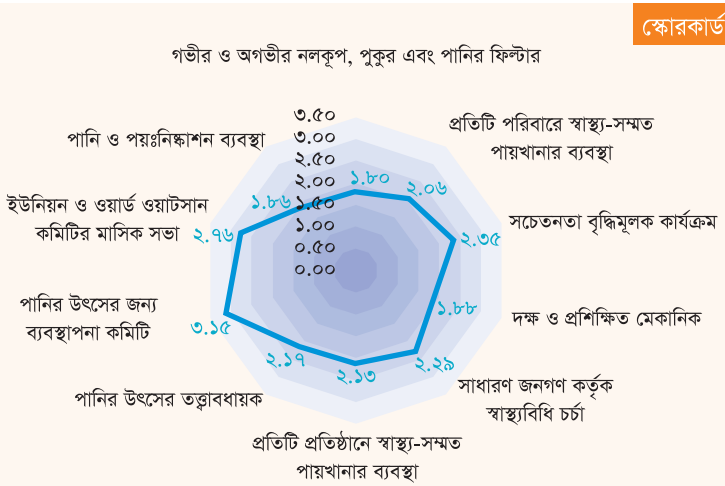

স্কোরকার্ড নির্দেশ:
০.০-১.৪৯ = খুব খারাপ
১.৫-২.৪৯ = খারাপ
২.৫-৩.৪৯ = মোটামুটি
৩.৫-৪.৪৯ = ভালো এবং
৪.৫ থেকে উপরে = খুব ভালো

এই স্কোরকার্ড অনুশীলন থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ওয়াটসান কমিটি পরিচালিত মাসিক বৈঠক বিষয়ে উত্তরদাতারা 'মোটামুটি' বলে নম্বর দিয়েছেন। উত্তরদাতাদের মতে, তাদের সেবার মান অধিকাংশ মানদন্ডেই খারাপ (১.৫ থেকে ২)। এতে দেখা যায় যে, ৪টি উপজেলার উত্তরদাতাগণ নিরাপদ পানির উৎসগুলি নিয়ে সন্তুষ্ট নন। তারা স্যানিটেশন ব্যবস্থা, মেকানিকের দক্ষতা, স্যানিটারী ল্যাট্রিন, সচেতনতা কর্মসূচি এবং স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ এবং পানির উৎসের কেয়ারটেকারের ব্যাপারেও সন্তুষ্ট নন।

পরিশেষ

২৪ জুলাই, ২০১৯ খুলনায় "উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানি এবং নিরাপদ স্যানিটেশন সংকট: বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা"- বিষয়ক বিভাগীয় কর্মশালায় প্রধান সিদ্ধান্তগুলো প্রকাশিত হয়েছিলো; ইউনিয়ন পরিষদগুলোর উন্নয়ন বাজেট রয়েছে তবে বার্ষিক পরিকল্পনা এবং বাজেটে পানি এবং স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে এ সুপারিশ বিবেচনা করে পাঁচ বছরের পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং উপজেলা পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ওয়াটসান কমিটিগুলো কার্যকর করবে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সুপেয় পানির উৎসের তত্ত্বাবধায়কদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আরো উদ্যোগ নিশ্চিত করবে। নবযাত্রা প্রকল্প উপকূলীয় জেলাগুলোতে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায্য বাজেট বরাদ্দের লক্ষ্যে সরকারের নীতিনির্ধারকদের সাথে আলোচনা করবে, যা বিদ্যমান সমস্যা কাটিয়ে সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে।

ইউএসএআইডি'র নবযাত্রা প্রকল্প কর্তৃক কমিউনিটির অংশগ্রহণ এবং মনিটরিং স্ট্যান্ডার্ড হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই নীতি সংক্ষেপটি প্রণীত। গবেষণা করেছেন **রুবাইয়াৎ আহসান** ও **নির্মল সরকার**, বাংলায় অনুবাদ করেছেন **মন্দিরা গুহ নিয়োগী** ও **ফাইমা রহমান**, মাঠ পর্যায়ে অথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন **আমোস মুর্মু** ও **স্টিফেন হেমব্রম**, আইডিয়া ও সম্পাদনায়- **মোহাম্মদ নূরুল আলম রাজু** ও **সায়কা কবীর**।

এই নীতি সংক্ষেপটি ইউএসএআইডি'র মাধ্যমে আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সহায়তা দ্বারা প্রণীত। প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত দায়-দায়িত্ব ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর নিজস্ব। এখানে ইউএসএআইডি অথবা আমেরিকান সরকারের কোন মতামত প্রতিফলিত হয়নি।

আরও যোগাযোগের জন্য: **রাকেশ কাটাল**, চিফ অব পার্টি, নবযাত্রা প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, আবেদিন টাওয়ার (২য় তলা), ৩৫, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।